

কমিশন কর্তৃক ২২/০৯/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	রমনা মডেল(ঢাকা) থানা মামলা নং-৩৭, তাং-১৮/০৪/২০১১ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ মোজাহার আলী সরদার, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ খান, মিটার রিডার, সাবেক ডেসা, ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	নির্ধারিত সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করার অভিযোগ ।
তদন্তের ফলাফল	:	নির্ধারিত সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করার বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	সদর দক্ষিণ মডেল (কুমিল্লা) থানা মামলা নং-৪৩, তাং-৩০/১২/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ মোরশেদ আলম, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রাক্তন প্লান্টেশন সহকারী; (২) জনাব দেওয়ান হযরত আলী, প্রাক্তন ফরেস্টার; (৩) জনাব কামাল হোসেন, প্রাক্তন ফরেস্টার; (৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম অফিস সহকারী ও (৫) জনাব মোঃ আরিফুল হক বেলাল, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, কুমিল্লা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	অভিযুক্তদের প্রত্যক্ষ যোগসাজশে বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীদের প্রত্যক্ষ যোগসাজশে জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বন বিভাগের একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবে কর্মরত থেকে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয়ে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করত: ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্পে উপকারভোগী হিসেবে নিজের ডাক নাম শিপন ব্যবহার করে বনায়নের বিক্রিত লভ্যাংশ বাবদ ১,০৬,১৮০/-টাকা আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

➤ ক্রমিক নং	:	০৩
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	খালিশপুর (কেএমপি) থানা মামলা নং-২০, তাং-২২/০৩/২০০৯ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	এস এম সাহিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ, সাবেক হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টেলিফোন রাজস্ব, খালিশপুর, খুলনা (২) জনাব আব্দুল জলিল মিয়া, তৎকালীন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, এ, (৩) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার, সাবেক কনিষ্ট হিসাব রক্ষক, এ, (৪) জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন, তৎকালীন কনিষ্ট হিসাব রক্ষক, এ, (৫) জনাব মোঃ আঃ রাজ্জাক, উচ্চমান সহকারী, এ, এবং (৬) জনাব আবুল কাশেম মুন্সি, উচ্চমান সহকারী, টেলিফোন রাজস্ব, খালিশপুর, খুলনা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে আনুসাংগিক নগদ খাতে এবং আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত খাতে বিভিন্ন অর্থ বছরে ভূয়া বিল ভাউচার প্রস্তুতপূর্বক সরকারের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণের বিরুদ্ধে একে অপরের যোগসাজসে প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে ০৮ অর্থ বছরে আনুসাংগিক নগদ খাতে এবং আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত খাতে ভূয়া বিল ভাউচার প্রস্তুতপূর্বক সরকারের মোট ১,৫৪,৫২,৬৯৭ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

➤ ক্রমিক নং	:	০৪
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	নবিগঞ্জ (হবিগঞ্জ) থানা মামলা নং-০৩, তাং-২৩/০৫/২০১১ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ আব্দুল হক, প্রাক্তন তহশিলদার, গোপলার বাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস, নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ; (২) জনাব আলী আহামদ মজুমদার, প্রাক্তন কানুনগো, নবিগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিস; (৩) জনাব রহমত আলী, জারীকারক, নবিগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিস; (৪) জনাব মোঃ আঃ রেজ্জাক; (৫) জনাব মদরিছ মিয়া; (৬) জনাব আঃ আজিজ; (৭) জনাব আঃ হান্নান; (৮) মোছাঃ রোকেয়া বেগম; (৯) মোছাঃ কুটি বেগম, সর্বপিতা-মৃত মুন্সী আপ্তাব উদ্দিন, নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ; (১০) ছরতুনেছা, স্বামী-মৃত মুন্সী আপ্তাব উদ্দিন, নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	ভূয়া জাল দলিল সৃজন করে সরকারী সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ভূয়া ও জাল দলিল সৃজন করে নামজারী মোকদ্দমা নং-৪৫২/৯২-৯৩ এর মাধ্যমে সরকারী ২.৪৪ শতক সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন। আসামী জনাব আলী আহামদ মজুমদার, প্রাক্তন কানুনগো মৃত্যুবরণ করায় তাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।